R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ | ২৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল। ২২শে নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

বেকার যুবকদের কাজের লোভ দেখিয়ে বোম্বাই দিল্লীতে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করা হচ্ছে

সাগরদীঘি : রোজগারের সন্ধানে বোম্বাই গিয়ে সম্প্রতি খুন হয়েছে সাগরদীঘির অনিল পাল নামে এক যুবক। যদিও গলায় নাইলনের মোটা দড়ি দিয়ে ঝুলানো অবস্থায় বোম্বাই-এর একটি পোড়ো বাড়ীর জলের পাইপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার মৃতদেহ, তবু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার কোন লক্ষণ তার চোখ, জিভ, গলা বা ঘাড়ে দেখা না যাওয়ায় এটি একটি খুনের ঘটনা বলে বোম্বাই এবং সাগরদীঘি উভয় পুলিশেরই ধারণা। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি, তবে "দাদার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে" বলে নিহত অনিল পালের ভাই দাদার শেষকৃত্য সেরে বোম্বাই থেকে ফিরে জানিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সাগরদীঘির অনেক ছেলে এবং (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উন্নয়ন স্কীমে ঠিকাদার নিয়োগ

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর কনট্রাক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সম্পাদক গৌতম রুদ্রসহ ২৫ জন কনট্রাক্টর রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এক লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই অভিযোগের প্রতিলিপি জেলা সমাহর্ত্তা, মহকুমা শাসক, বিডিও এবং সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলা কনট্রাক্টরস্ এ্যাঃ কেও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে জানানো হয় যে পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তর থেকে বেশ কিছুদিন যাবৎ দরপত্র না নিয়েই খেয়াল খুশিমত ঠিকাদারদের কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি লোক্যাল ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে (এম পি) নয় লক্ষ টাকার একটি কাজ বিনা দরপত্রে রঘুঃ ১-এর প্রাক্তন পঞ্চায়েত সহসভাপতি ঠিকাদার মুক্তিপ্রসাদ ধরকে বেআইনী-ভাবে দেওয়া হয়েছে এই আচরণের তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করে অন্যায়ের প্রতিকার ও ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ বন্ধ করার দাবী জানান। এম পি উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে, যার চেয়ারম্যান আর এস পির অনিল মণ্ডল। (শেষ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

বেআইনী শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবী জানালেন দুজন সদস্য

সাগরদীঘি : বোথারা হাজী জুবেদ আলী বিদ্যাপীঠের কর্মশিক্ষার শিক্ষক নিয়োগে মহঃ জামালউদ্দিনসহ যে প্যানেলটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ বেআইনী হয়েছে এবং তাতে লক্ষাধিক টাকার গোপন লেনদেনের অভিযোগ এনেছেন দুজন কমিটি সদস্য রবীন দত্ত ও মহঃ কাইমুদ্দিন সেখ। তাঁরা গত ১১ অক্টোবর '৯৫ জেলা পরিদর্শকের নিকট এই তালিকা বাতিলের আবেদন জানিয়ে লিখিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন এবং সেটির কপি দিয়েছেন মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ও মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতিকে। অভিযোগে তাঁরা বলেন ৬ সেপ্টেম্বর ইন্টারভ্যুয়ে ব্যক্তিগত নম্বর দেওয়ার যে কাগজটি কমিটিতে পেশ করা হয় তা একজনেরই হস্তাক্ষর। এর দ্বারা যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে যে নম্বর যা দেওয়া হয়েছে তা একজনের খেয়াল খুশিমত। কার্য্যকরী সমিতির সভায় এই নিয়ে সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে উক্ত সদস্যদ্বয়ের বাকবিতণ্ডা হয় এবং প্যানেলের বিরোধিতার কথা রেজুলিউশন বইয়ে লেখানো হয়। রেজুলিউশন বইয়ে— (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিডব্লুডির রাজপথ সংস্কারের অভাবে আজ নরকের পথ

ধুলিয়ান : স্থানীয় ডাকবাংলো থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত শহরের বুক ভেদ করে প্রধান যে রাজপথটি বলতে গেলে এখানের প্রাণভোমরা, তার অধিকার কিন্তু পুরসভার নয়, পিডব্লুডি রোড্সের। দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে এই পথে চলাচল দুঃসাধ্য। টমটম, রিক্সা, বাস, ট্রাক, লরী, টেম্পো এই পথে চলে শয়ে শয়ে, ধুলিয়ান বাজারের ব্যবসায়িক স্বার্থে। বর্তমানে খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় টমটমের ঘোড়া খোঁড়া হচ্ছে, রিক্সার চাকা ফাটছে। অন্যান্য পুর-রাস্তাগুলির অবস্থাও শোচনীয়।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট দিতে গাফিলতি, এ ছাড়া নানা অবহেলা চলছে হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাস-পাতাল থেকে খুনের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেতে খুব দেরী হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে খুনের মামলাগুলো দীর্ঘ-দিন ধরে ঝুলে থাকছে। জানা যায় ডাক্তাররা পোষ্টমর্টেমের বিলের টাকা ঠিকমত না পাওয়ায় এতদিন কাজে ঢিলেমি করছিলেন। কিন্তু এখন যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যায় বর্তমানে নিয়মিত ভাবেই তাঁরা বিলের টাকা পাচ্ছেন। তথাপি রিপোর্ট তৈরীতে সেই একই ঢিলেমি চলছে কেন সে এক রহস্য। আরও জানা যায় হাসপাতালে এ্যানাসথেসিয়ার কাজে প্রয়োজনীয় মাত্র চারশো টাকা দামের একটি নলের অভাবে সমস্ত অপারেশন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। অথচ যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুরী সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ উষ্ণালু ॥

শীতকালীন শাকসবজীর প্রত্যাশায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পটল, ঝিঙা প্রভৃতিকে বিদায় জানাইয়া ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মূলা, টমেটো, পালংশাক, ছোলার শাক, মটরের শাক, বীট, গাজর প্রভৃতি শীতকালীন আনাজপত্র কিনিতে অনেকে তৎপর হইয়া উঠেন। কারণ খাদ্য তালিকায় এখন একাধিক পদ স্থান লাভ করিবে এবং পাতে একাধিক ব্যঞ্জন বিরাজ করিবে। অবশ্যই প্রত্যেক পদের বিশেষ কার্যকারী অনুঘটক আলু। বিজ্ঞানে অনুঘটকের কথা শুনা যায়। ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই অনুঘটক কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করিয়া থাকে ; অথচ ইহার মৌল পরিবর্তন ঘটেনা। ব্যঞ্জন বিজ্ঞানে আলু সেই রকম অনুঘটকের কাজ করে। বিবিধ ব্যঞ্জনকে ইহা স্বাদু করে। অথচ তাহার আলুত্ব বজায় থাকে।

'উষ্ণালু' শব্দটি তাপ সহ্য করিতে যে কাতর, অর্থে প্রযুক্ত হইলেও এখানে শব্দটিকে 'উষ্ণ যে আলু' হিসাবে কর্মধারয় সমাসের মধ্যে ফেলিয়া বলা হইতেছে—'গরম আলু'। তাৎপর্য এই যে, আলু গরম অর্থাৎ ইহার দর অত্যন্ত চড়া। ভোক্তারা কিনিতে গিয়া চক্ষু চড়কগাছ হইতেছেন। শীতকালীন আনাজ এই বৎসর দরের শৈত্য পরিহার করিয়াছে। অস্বাভাবিক দরে তাহা কিনিতে হইতেছে। এই সব আনাজ রন্ধনে বিপুলমাত্রায় হাজিয়া যায় ; পরিমাণে কমে। দর দিয়া খাইয়াও সুখ নাই। আলু কমিয়া যাওয়ার স্থান দখল করিয়া ভোক্তাকে তৃপ্তি প্রদান করে। কিন্তু সেই আলু আজ দরে এমন উষ্ণ হইয়াছে যে, সর্বস্তরের মানুষ মায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত চমকাইয়া গিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ।

কিছুদিন পূর্বে আলুঘটিত ব্যাপারে রাজ্যের মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে বেশ 'তুলকালাম' ঘটিয়া গিয়াছিল। রাজ্যবাসী মনে করিলেন, 'কাজের কাজ হইল'। অতঃপর আলুর দর দ্রুত নামিয়া যাইবে। হাঁ, নামিতে পারে। কখন? যখন আলুর মজুতদার আর হিমঘরের মালিকেরা দর বাড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা গিলিয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া সরকারী হুমকীর ভয়ে (?) কেজি প্রতি ৫০।৬০ পয়সা নামাইবেন এবং কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারে সহায়তা প্রদান করিবেন, তখন জনগণ আলুর সুবিধা ভোগ করিবেন। সাধারণে 'যুগ যুগ জিও' ঘোষণায় সোচ্চার হইলেও হইতে পারেন।

কিন্তু ক্রয়, হিমঘরে রাখার ভাড়া, বহন খরচা, বিক্রয় হেতু লাভ ইত্যাদি ধরিয়া যে আলুর বিক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ৩ টাকা ২৫ পয়সা হইলেই চলিত, তাহা দরের প্লবগতায় ছয় টাকা কেজি যখন হইল এবং যখন সরকারী স্তরে কিছু 'তুলকালাম' চলিল, ঠিক তখনই কৃপালু, স্বপ্নালু, ভাবালু সরকারের টনক নড়িল। ইতিমধ্যে মুনাফার পাহাড় গড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আলুর দর কেজি প্রতি ৫০।৬০ পয়সা নামিলে (ভরসা কম!) কোন্ সুরাহা হইবে?

মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আলু বাংলাদেশ যাইতেছে। কোন্ পথে যাইতেছে? নিশ্চয়ই অনুমোদিত পথে নয়। অননুমোদিত পথে অনেক কিছুই ত সে রাষ্ট্রে যাইতেছে। কিছুই করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং কেবল আলুকে চিহ্নিত করিয়া কী লাভ? গরু, মহিষ, চাল, চিনি, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি কত নাম করা যায় যাহা সীমান্ত অঞ্চল দিয়া পাচার হইতেছে না?

অতএব আলুর উষ্ণালুতা (প্রকৃতিগত অর্থে নহে) বজায় থাকুক। ক্রেতা সাধারণ যথাযোগ্য জনের মুণ্ডপাত (ব্যঙ্গার্থে) করুন এবং বাজারের থলিতে যৎসামান্য গ্রহণ করুন, তাহাতেই সব শান্তি।

ভুল

সাধন দাস

আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিরাই বলেছেন—এই জগৎ মায়াপ্রপঞ্চ, এই জীবন স্বপ্নের মতো অলীক, মিথ্যা। আর আমরা—যারা ছায়ার মতো এই মিথ্যা মায়ার মাঝখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি, তারা সবাই একেকটা মূর্তিমান ভুল। একেক সময় মনে হয়—আমাদের যাওয়ার কথা ছিলো বোধহয় অন্য কোনো গ্রহে, ভুল করে আমরা এখানে এসে পড়েছি। তাই আমাদের মনের মধ্যে আমাদের কাঙ্খিত জগৎ কেঁদে মরে, আর আমরা যেখানে ভুল ক'রে এসে গেছি, সেখানে চলতে গিয়ে পায়ে পায়ে ভুল হয়। একটা ভুল-পৃথিবীতে আমরা বন্দী—শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। তাই যা করি, তাকেই ভুল মনে হয়, ভ্রান্ত মনে হয়। অথচ এই ভুল স্বর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়ার তো কোনো পথ নেই—জীবনানন্দের কবিতায় সেই লোকটার মতো আত্মহত্যা করতে যাওয়া ছাড়া। তাই পথভোলা অসহায় আহত পাখির মতো 'ভুলের এই বালুচরে' গড়ে তুলি আমাদের হাসি-কান্নার এই ভুল খেলাঘর। একটা ভুলের উপর সযত্নে সাজিয়ে তুলি আরেকটা মনোরম ভুল।

জন্মের পর প্রথম সূর্যালোকে নবজাতক যেদিন স্নাত হলো, সেদিন সে ভাবলো—পৃথিবী জুড়ে যত শ্যামলিমা, আর আকাশের যত নীল—সবটুকুকে সে নিঃশেষে নিঙড়ে পান ক'রে যাবে। একদিন দেখা যায়—এক ডজন প্রাইভেট টিউটরের নিষ্ঠুর চোখ রাঙানি আর পিঠের উপর একরাশ বই-এর বোঝার তলায় কখন থেঁতলে মরে গেছে স্বপ্নময় শিশুটির দুরন্ত শৈশব। তারপর একদিন কৈশোরের সন্ধিক্ষণে সে ভাবে—যাক্ যা গেছে যাক্ এবার সে পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার আবীরে রাঙিয়ে দেবে তার মনোলোভা পিয়াসী যৌবন! 'যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরনীর পেয়ালায়'—ততোদিন সে কেবল পান করে যাবে। তাই 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষ্ণা হরিয়ে' আরো আরো প্রাণের জন্য সে প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করে আরো আলোর, আরো গানের। কিন্তু মাঝপথে একদিন বীণার তার ছিঁড়ে যায়। কুসুম দোলায় যে জীবন দোল খাবে বলে স্বপ্ন দেখেছিল, সেখানেও ঘটে ছন্দপতন! মধ্যযৌবনে পৌঁছে জীবনের সেই ধুয়াপদ আবার বেজে ওঠে—"ভুল করেছি, বড় ভুল হয়ে গেছে।"

জীবনের হাজার গণ্ডা বকেয়া বিল মেটাতে মেটাতে প্রাত্যহিক তেল-নুনের হিসেবের মধ্যে কখন যেন হাঁপিয়ে ওঠে প্লেটোনিক প্রেম। যে মেয়েটি তার নীল চোখের সমুদ্রে অযুত ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস তুলে একান্ত গোপনে বলেছিল—'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না', সেই মেয়েটিকেও আজ আগাগোড়া ভুল মনে হয়। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ক'রে জীবনের অংক যখন আর কিছুতেই মেলা না, তখন একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখে—স্বাতী নক্ষত্রের মতো অধরা এক দূরত্বে চলে গেছে তার মানসী। সংসারে হেঁসেল সামলাতে যে পড়ে আছে, সে তারই ছিবড়ে-টুকু। জীবনের অংক এখানেও ভুল। 'ভুল, সবই ভুল.....।'

কেউ ভালোবেসে ভুল করে, কেউ ভালোবাসতে না পেরে ভুল করে ; কেউ বিয়ে ক'রে ভুল করে, কেউ আজীবন নিঃসঙ্গ থেকে ভুল করে ; কেউ বা চাকুরে মেয়ে বিয়ে ক'রে ভুল করে, কেউ করে চাকুরে মেয়ে না ক'রে ভুল ; কেউ উপকার ক'রে ভুল করে, কেউ অপকার ক'রে ভুল করে ; কেউ সারাজীবন ধরে কেবলই সঞ্চয় ক'রে ভুল করে, কেউ আজীবন শুধু ভোগের মধ্যে ডুবে থেকে ভুল করে ; কেউ লেখাপড়া শিখে চাকরি না পেয়ে ভুল করে, কেউ লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে ভাবে—জীবনে এ ভুল আর শোধরানো যাবে না। (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাড়ছে মানেই কমছে

দুর্ম্মুখ

কদিন ধরে একটা ভাবনা মাথাটাকে বেশ গরম করে রেখেছে সেটা হচ্ছে সব বাড়ছে। দাম বাড়ছে জিনিষের, মান বাড়ছে মানুষের, কষ্ট বাড়ছে গরীবের, ঝগড়া বাড়ছে দলে দলে। আবার এ দল ভাবছে সে বাড়ছে, ও দল হাসছে, ভাবছে সে বাড়ছে। কিন্তু দার্শনিক মন নিয়ে যদি সঠিক চিন্তা করা যায় তবে এটা ঠিক যা বাড়ছে, তা যেমন বাড়ছে একদিকে, তেমনি কমছে আর একদিকে। কেন না এ বিশ্বে কিছুই বাড়ে না। বিশ্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট। একদিক বাড়লে আর একদিক কমে। পরিমাণ ঠিকই থাকে। বটগাছ অঙ্কুরিত হয়, ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়। বেড়ে উঠে আকৃতি। আকাশের দিকে শাখা-প্রশাখা ছড়ায়, ঝুরি নামে। কিন্তু যতই বাড়ে ততই প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয় প্রকৃত মূলের। ঝুরিতে সৃষ্ট হয় নতুনের, পুরাতন নিঃশেষিত হয়। ভারতের মতো বিশাল দেশের স্বাধীনতার জন্য সংঘবদ্ধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বাড়তে বাড়তে বিশাল হ'য়ে স্বাধীন করলো দেশকে। কিন্তু ভেতরের প্রাণশক্তি শেষ হয়ে সেই বিশাল বটবৃক্ষ সদৃশ দলের মূল গেল ক্ষয়ে; ঝুরি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থেকে সৃষ্ট হলো 'এ' থেকে 'জেড' পর্য্যন্ত শতখানেক দল। তারপর সেই জনগণের দল Third Person সবার থেকে First Person (I) হয়ে মনে মনে ভাবছে আমি সর্বাধিক, সর্বোত্তম। কিন্তু তারও প্রধান মূল 'ইন্দিরা'র অন্তর্নিহিত শক্তিও তো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে অবশ্যই কমেছে। বয়স বাড়ে মানেই তো পরমায়ু কমে। কিন্তু বোঝে কে? এটাই তো আশ্চর্য্য! যুধিষ্ঠিরও বলেছিলেন বকরূপী ধর্ম্মকে, বিশ্বে আশ্চর্য্য তো তাই। 'অহন্যহনিভূতানিগচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ শেষাঃ স্থিরীতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্।' এটাই তো আশ্চর্য্য! সবাই জানে শেষ একদিন হবেই; তবু ভাবে তার শেষ নাই। পশ্চিম বাংলায় বাড়ছে সিপিএম। কংগ্রেসের মতো সেও ভ বছে তার ক্ষয় নাই সে অক্ষয় অমর। কিন্তু বাড়ছে মানেই কমছে। একদিকে বাড়ছে মানে আর একদিকে কমছেই। এটা ভুললে ভুল হবে। হিন্দু জাতি বেড়েছিল তাই সীমায় এসে টুকরো টুকরো হলো। বিভাজিত হলো ঝুরিতে ঝুরিতে মূল সৃষ্টি করে। এখন খুঁজলে আদি মূল পাওয়া দুষ্কর। কি ছিল আদিতে কে জানে? আর মূল খুঁজেই বা লাভ কি? শাখ-প্রশাখা থেকে উদ্ভূত হলেও তো প্রকৃতি এক। অতএব গাছ বড় হোক আর ছোটই হোক সে তো সেই একই প্রকারের হবে। তবুও সেই গাছে গাছে বিভিন্ন পাখীর কলকাকলী, ঝগড়া-ঝাঁটি। এ বলে আমার গাছটাই আদি ও বলে আমারটাই আদি। এমন কি একই সম্প্রদায়ের মধ্যে কত বিভেদ। একজন গড়ছে ১২ হাত কালী, তো আর এক দল গড়ছে ২৫ হাত। পুজো হোক আর না হোক প্রতিযোগিতা তো হচ্ছে। শহরও বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ফুলতলা, আলেরউপর, সুজাপুর, ওদিকে মিয়াপুর হয়ে বাণীপুর, উমরপুর পর্য্যন্ত। কিন্তু এদিকে পুরোনো দিকগুলো কমছে ভাঙ্গছে। বালিঘাটার বাড়ী ভাঙ্গছে, শহরের মাঝেই ৭০নং তৌজির বিশাল প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ছে। ওদিকে গড়ে উঠছে ফুলতলায় আর হাসপাতাল এলাকায় নতুন নতুন বাড়ি। ফলে মানুষ বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অভাব। যেমন বাড়ছে পয়সাওয়ালা মানুষ তেমনি পিছন দিক থেকে বাড়ছে ভিখারী। অতএব সাবধান হওয়ার দিন এসেছে। বাড়া দেখে আনন্দত হওয়ার কারণ নাই। বাড়ছে যেমন, কমছে তেমন। শীর্ষে বাড়লে, মূলে কমছে।

ঘাস কাটতে গিয়ে বোমা ফেটে হাত উড়ে গেল

জঙ্গিপুর: গত ৮ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের হাতীবান্ধা গ্রামের ঝনটু সেখ (১২) মাঠে ঘাস কাটার সময় ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা বোমায় কাস্তের ঘা লেগে বিস্ফোরণ হয়। দুর্ঘটনায় ঝনটুর একটি হাত উড়ে যায়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থা খারাপ দেখে তাকে এখান থেকে বহরমপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর।

পঞ্চায়েত ঃ গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থ-নৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। সভ্যতার বুনিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভুল (২য় পৃষ্ঠার পর)

অথচ ভুল যে সব সময় হয় তা নয়। রীণা কাকিমা যখন গ্যাস-অফিসে গ্যাস বুক করার কথা বলেন, তখন ভুল হয়ে যায়, কিন্তু অপর্ণা যখন বলে—'লেকের ধারে বিকেল ৫টায়....'তখন একটুও ভুল হয় না। প্রিয় বান্ধবী যখন বলে—'আজ চিত্রা হলে ম্যাটিনি শো এর টিকিট কেটে আনিস' তখন ভুল হয় না, অথচ বৃদ্ধা মা যখন অফিস থেকে ফেরার পথে বাতের ওষুধটা আনতে বলে, তখন বেমালুম ভুল হয়ে যায়। মাসের সব কটা দিন গা ম্যাজ ম্যাজ করলেও স্যালারির দিন অফিসে যেতে ভুল হয় না, অথচ সনাতন মুখুজ্জের টাকাটা যে এ মাসেই শোধ দেবার কথা ছিলো—তা বেমালুম ভুল হয়ে যায়।

এই সব খুচরো ভুলের হিসেব মেলাতে মেলাতে একদিন মধ্যাহ্ন সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে। সোনালী স্বপ্নগুলো বিকেলের রক্তিম আলোয় নিষ্প্রভ আর করুণ হয়ে ওঠে। পড়ন্ত গোধুলির আলোয় ম্রিয়মাণ সেই পরাজিত মানুষটির হিসেবের খাতায় তখন জীবনের একটা অস্পষ্ট ব্যালান্স-শীট ফুটে ওঠে: 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' দূরে—দূরে মন্দিরে বেজে ওঠে সন্ধ্যা-আরতীর ঘণ্টা, পাখিরা ফিরে আসে কুলায়, তখন পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ ভাবে—একদিন যে পাখিটি মনে মনে ভেবেছিল—'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে,' সে কেবল ভুল ক'রে আর ভুল শুধ্‌রে, ভুল শুধ্‌রে আবারো নতুন ভুল ক'রে একটা গোটা জীবন কাটিয়ে দিল।

জীবন কি তবে শুধুই একটা ভুল অংক—যা কারোর কোনোদিন মেলে না?

'প্রতিবাদ' পত্রিকার সম্পাদক প্রহৃত

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ২০ নভেম্বর স্থানীয় সদরঘাটে 'প্রতিবাদ' পত্রিকার সম্পাদক বৈরাগী রবীন্দ্রনাথ হালদার কিছু যুবকের হাতে প্রহৃত হন। তাঁকে ফুলতলা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্প্রতি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতিবাদস্বরূপ কিছু যুবক তাঁকে মারধোর করেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। গত ৭ নভেম্বর জাতীয় সড়কে একটি পথ দুর্ঘটনায় কিছু যাত্রীর জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যাপারে স্থানীয় থানার ওসি প্রবীর রায়ের সঙ্গে কর্তব্যরতা নার্স কল্যাণী রায়ের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। রবি বৈরাগী জানান এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওসি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে ঐ নার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এই খবর গত ১০ নভেম্বর সংখ্যার 'প্রতিবাদ' এ প্রকাশের ফলে কল্যাণী রায়ের স্বামী দেবাশীষ রায় স্থানীয় সদরঘাটের কয়েকজন যুবকের উস্কানিতে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রহার করেন। থানায় অভিযোগ করলেও এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

উন্নয়ন স্কীমে ঠিকাদার নিয়োগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিডিও এবং সভাপতি এই কমিটির এক্সঅফিসিও সদস্য। অপরদিকে জানা যায় মুক্তিপ্রসাদ ধর আর এসপির সদস্য হিসাবেই ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বিগত পুরসভা নির্বাচনে আর এসপির সদস্য হিসাবে ২০নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। পুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই তাঁকে সহ-সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। ঠিকাদারদের সম্মিলিত এই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষ আশা করেন চেয়ারম্যান অনিল মণ্ডল এবং পঞ্চায়েত সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল এ ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে বিনা দরপত্রে একজন বামপন্থী ঠিকাদারকে কাজটি দেওয়া হলো তাও ব্যাখ্যা করবেন।

দাবী জানালেন দুজন সদস্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই প্যানেল সম্পূর্ণ অবৈধভাবে হইয়াছে এবং যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হইতেছে' এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করানো হয় এবং অন্যান্য সদস্যরা সমর্থনে সই না করলেও কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন না। এতে তাঁদের এই মন্তব্যে সমর্থন আছে প্রতিপন্ন হয় বলে বিরোধী দুই সদস্য মনে করেন। এ সম্বন্ধে যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে স্থানীয় জনগণ দাবী করেন।

জেলা মেলা ঐকতান '৯৫

পরিচালনায়ঃ *এস, এস, বি, ভারত সরকার*

ও

নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব, মির্জাপুর

আগামী ১৮ ডিসেম্বর '৯৫ থেকে ২২ ডিসেম্বর '৯৫

স্থানঃ গৌড় স্মৃতি ময়দান (নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব)

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা

বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা (E. C. G.-সহ)

যোগাযোগের স্থানঃ— ১) সি, ও অফিস, রঘুনাথগঞ্জ

২) নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব, মির্জাপুর

৩) এস, এস, বি অফিস, বহরমপুর

সৌজন্যে ঃ *বাঘিড়া নবী এণ্ড সন্স*, মির্জাপুর

অসামাজিক কাজে লিপ্ত করা হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়ে কাজের সন্ধানে বোম্বাই গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে (এমন কি মুসলমান যুবক হিন্দু সেজে) ওই পোড়ো বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। বাড়ীটি একজন 'শেঠ' এর, শেঠ নতুন বাড়ী করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এই সমস্ত 'ঝি' এবং 'চাকর'দের থাকার জন্য বাড়ীটি দিয়ে গেছেন। 'দেখ ভাল' এর দায়িত্বে আছে সাগরদীঘির সন্তোষপুর এর একজন যুবক (নাম ভাঁড়িয়ে)। সে-ই সাগরদীঘি থেকে যাওয়া যুবক-যুবতীদের ওই বাড়ীতে আশ্রয় দেয়, পরে কোন 'শেঠ' এর বাড়ীতে কাজে লাগিয়ে দেয় এবং তারও পরে ওই সমস্ত 'শেঠ'দের বিশ্বাস অর্জনের পর লাখ লাখ টাকা ওই সমস্ত 'ঝি-চাকরদের' দিয়ে চুরি করিয়ে এনে ভাগ করে নেয়। আস্তানার ঠিকানা—গিরিকুঞ্জ, পালিরাম রোড, আঁধেরী ওয়েষ্ট, বোম্বাই। থানার নাম ডি-এন নগর পুলিশ ষ্টেশন।

অনিল পালও ওই চক্রে ওই আস্তানায় আশ্রয় নিয়ে একজন শেঠ এর বাড়ীতে মাস দুয়েক আগে রান্নার কাজে লেগেছিল এবং মাসখানেক পর তার মাধ্যমে টাকার সন্ধান পেয়ে ওই শেঠ এর বাড়ী থেকে দেড় লাখ টাকা চুরি করে এনেছিল ওই চক্র। টাকার ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে দুর্গা পঞ্চমীর রাতে অনিল পাল নিহত হয় এবং তার মৃতদেহ গলায় দড়ি দিয়ে ওই বাড়ীর ছাদের নীচের দেওয়ালে জল পাইপে লটকে দেওয়া হয়। ডি-এন নগর পুলিশ সাগরদীঘির চারজনকে গ্রেপ্তার করে এবং মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখে। খবর পেয়ে দশদিন পর গিয়ে তার ভাই অনিল পালের মৃতদেহ সনাক্ত করে। পরে ধৃতদের ডি-এন নগর পুলিশ ছেড়ে দিলেও সাগরদীঘি পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় এবং সাধারণভাবে ডি-এন নগর পুলিশের তোলা অনিল পালের মৃতদেহের ছবি দেখে এটিকে একটি খুনের ঘটনা বলে সন্দেহ করছে। কিন্তু সাগরদীঘি পুলিশের তৎপরতার অভাবে ডি-এন নগর পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না এবং এই সুযোগে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন যুবক ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। এই চক্রের সঙ্গে আরো একটি চক্র সাগরদীঘি থেকে বোম্বাই লোক পাঠাবার কাজে লিপ্ত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সাগরদীঘির মানুষ সত্য উদ্ঘাটনের দাবি জানাচ্ছে।

এই ঘটনার মাসখানেক আগে সাগরদীঘি থেকে রোজগারের সন্ধানে বোম্বাই যাওয়া তিন কিশোরের একজন হঠাৎ একদিন গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত এবং কর্ডের সুতো দিয়ে সেলাই করা অবস্থায় এসেই সে বাকী দু'জন বেঁচে আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করায় তাদের অভিভাবকরা সাগরদীঘি থানায় যান। ফিরে আসা কিশোর চলন্ত বোম্বাই মেল থেকে টাটানগর ষ্টেশনের কাছে জঙ্গলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে আসার কথা স্বীকার করে। পরদিন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় টাটানগর ষ্টেশনের কাছে বোম্বাই মেলে ডাকাতির চেষ্টা, দু'জন গ্রেপ্তার এবং একজনের ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। সাগরদীঘি পুলিশ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাটি ওই পাড়ায় পাঠিয়ে দিলে জখম এবং অন্তর্ধানের ঘটনা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য মহকুমার অন্যত্র বিশেষ করে ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ অঞ্চলেও বোম্বাই ও দিল্লীতে চাকরী পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে বেকার ছেলেদের সেই সব জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য কয়েক দল দালালকে ঘোরাফেরা করার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এরাও ঐ একই চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তদন্ত প্রয়োজন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।